ANTORJATIK PATHSALA

ISSN 2230-9594

চিন্তাভাবনার সপ্তসিন্ধু দশদিগন্ত এখন বাংলা ভাষায়

আন্তর্জাতিক পাঠশালা

অক্টোবর - ডিসেম্বর ২০১৮

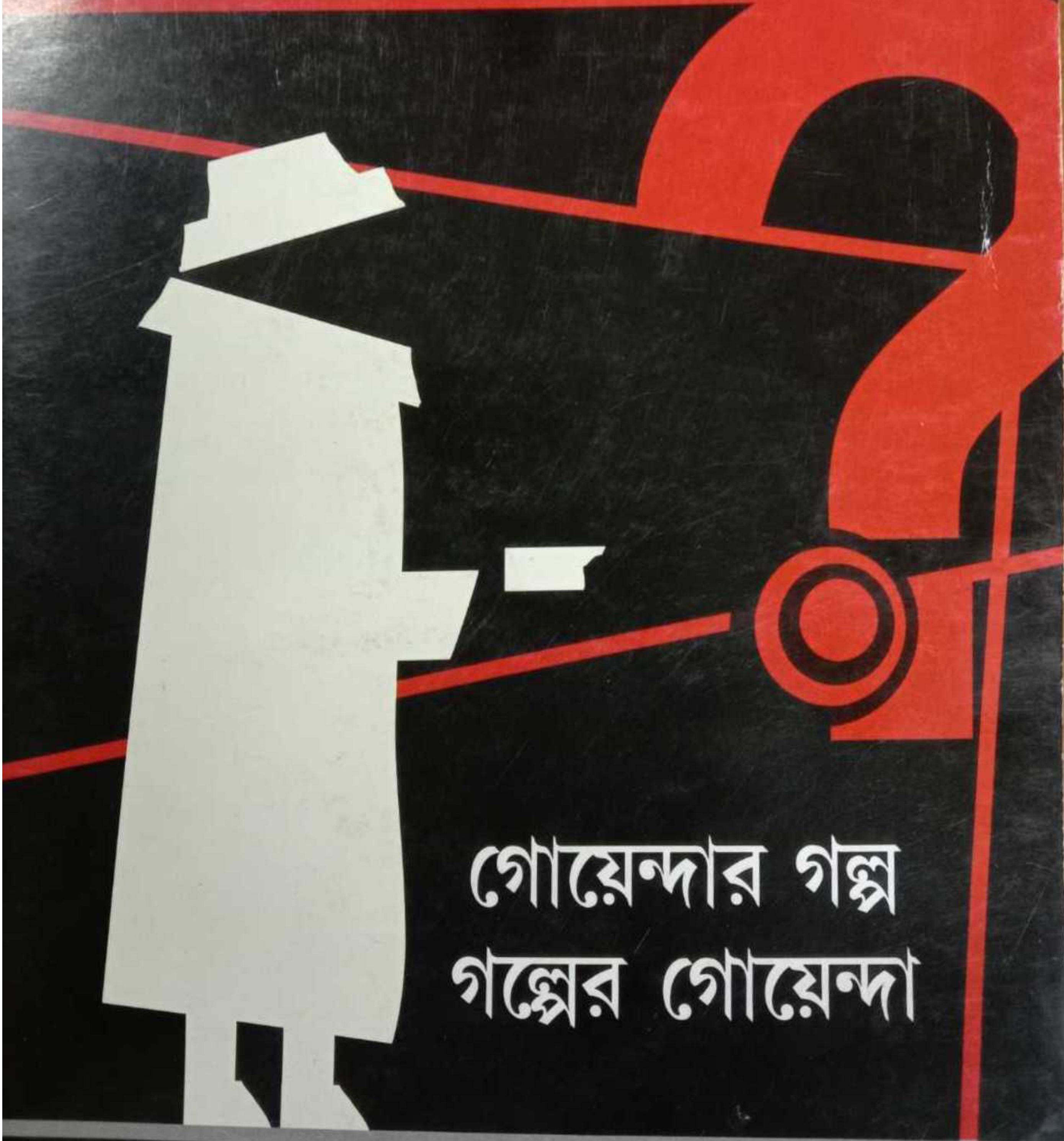

A Non-conventional Multi-disciplinary Quarterly Journal in Bengali Language

A Peer-Reviewed UGC Enlisted Journal

ANTORJATIK PATHSALA

Vol VIII : Issue 1 : October-December, 2018

স্বত্ব : 'পাঠশালা প্রোডাকসন্স'-এর পক্ষে কপোতাক্ষী সুর

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই পত্রিকার কোনো অংশেরই কোনো রূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না এবং কোনো যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফটোকপি, ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য-সঞ্চয় করে রাখার কোনো পদ্ধতি) মাধ্যমেও প্রতিলিপি করা যাবে না। এই পত্রিকায় প্রকাশিত যে কোনো লেখা অন্যত্র বই আকারে প্রকাশ করতে হলে লেখকদেরও স্বত্বাধিকারী বা প্রকাশকের লিখিত অনুমতি নেওয়া বাধ্যতামূলক। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

সম্পাদকমণ্ডলী

গৌতম মুখোপাধ্যায়, ভাস্বতী দাস, দীপেন্দ্রনাথ দাস, রাখী মিত্র ও সঞ্চিতা বসু

সহযোগিতায় : অরিন্দম সিংহ, বিশ্বজিৎ মণ্ডল ও সুবিকাশ মুখোপাধ্যায়

সম্পাদকীয় দপ্তর

সোনারতরী অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট এ, ২৩ + ২৪, শেখপাড়া লেন, হাওড়া-৭১১ ১০৪

যোগাযোগ

চলভাষ : ৯৪৩৩১ ১৮৬৬৫/৯৪৩৩১ ৪৬৪৮০

বৈদ্যুতিন ডাক : antorjatikpathsala@gmail.com

ফেসবুক : pathsalarchithi/antorjatikpathsala

প্রচ্ছদ, নামাঙ্কন ও অঙ্গসজ্জা : শুভেন্দু দাশমুন্সী

অক্ষরবিন্যাস ও মুদ্রণ : সুব্রত সরকার

'পাঠশালা প্রোডাকসন্স'-এর পক্ষে অমিত রায় কর্তৃক শ্যামা প্রেস, ৩৫/ই, কৈলাস বোস স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০৬ থেকে মুদ্রিত ও দি টলি রেসিডেন্সি, ফ্ল্যাট ৩বি, ৩৩৮, এন. এস. সি. বোস রোড, কলকাতা-৭০০ ০৪৭ থেকে প্রকাশিত।

ISSN 2230 - 9594

UGC Journal No. 41299

মূল্য : দুইশত টাকা / ৫ ডলার ; সডাক : দুইশত পঞ্চাশ টাকা

রা ষ্ট্র বি জ্ঞা ন চ র্চা

মানস কুমার ঘোষ

'সংস্কৃতি'-'অপসংস্কৃতি'—সাংস্কৃতিক বিপ্লব : নকশালবাদী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে রচিত রাজনৈতিক উপন্যাসের এক বর্ণময় অধ্যায় ১২২

চি ন্তা চ র্চা

সমর কুমার মণ্ডল

হিংসার উৎপত্তি : একটি মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা ১৩৬

হা ও ড়া র হ রে ক ক থ ক তা (ধা রা বা হি ক)

কল্যাণ দাস

হাওড়া পৌরসভার বর্জ্য পরিবাহী ট্রাম ১৪৫

বি শে ষ ক্রো ড় প ত্র

গল্পের গোয়েন্দা, গোয়েন্দার গল্প

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়

গার্গীকে গোয়েন্দা গার্গী করে তোলার ইতিবৃত্ত ১৫৯

অরিন্দম দাশগুপ্ত

শার্লক হোমস এল বাংলায় ১৬৯

কপোতাক্ষী সুর

সুকুমার সেন ও কালিদাসের কড়চা ১৮৫

ঈশিতা খাঁ

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের গোয়েন্দা কর্নেল : অনন্য এক প্রকৃতিবিদ ১৯৫

সুনেত্রা ব্যানার্জী

বিমল করের ম্যাজেশিয়ান গোয়েন্দা কিঙ্কর কিশোর রায় ২০৩

সোমদত্তা ঘোষ (কর)

বাংলা গোয়েন্দা কাহিনির কিশোর-কিশোরীরা : এক পর্যবেক্ষণ ২১৮

অভীক মজুমদার

বাংলার গোয়েন্দা ছবি আর দীপক চ্যাটার্জী ২২৭

পিনাকী মাইতি

গোয়েন্দা চিত্রকাহিনি : জনপ্রিয় সংস্কৃতির উপেক্ষিত প্রতিবেদন ২৩৩

বাংলা গোয়েন্দা কাহিনির কিশোর-কিশোরীরা : এক পর্যবেক্ষণ

বাংলা গল্পের ভেতর তিন ধরনের কিশোর গোয়েন্দা—পাণ্ডব গোয়েন্দা, গোয়েন্দা গণ্ডালু ও গোগোল—এদের নিয়ে আলোচনায় **সোমদত্তা ঘোষ (কর)**।

গোয়েন্দা কাহিনি পড়ে বড়ো হয়ে ওঠেনি, এমন বাঙালি পাঠক বোধহয় খুব কমই আছে। শুধু বাঙালি গোয়েন্দা সাহিত্যের গোয়েন্দারা নয়, বিদেশি সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গোয়েন্দারা বাংলা সাহিত্যে অনুবাদের মাধ্যমে পাঠকের ঘরে দিব্যি জায়গা করে নিয়েছে। প্রাপ্তবয়স্ক গোয়েন্দা যেমন শার্লক হোমস, মিস মারপল, এরকুল পোয়ারো, ব্যোমকেশ, কাকাবাবু, কিকিরা, ফেলুদার পাশাপাশি সমানভাবে জনপ্রিয় কিশোর গোয়েন্দা যেমন The Famous Five, Nancy Drew, The Secret Seven, পাণ্ডব গোয়েন্দা, গোয়েন্দা গণ্ডালু, শার্লক হেবো, গোগোল প্রমুখ। যদিও প্রাপ্তবয়স্ক গোয়েন্দাদের অনেকেরই সহচর আছে, তারা কেউ বন্ধু, কেউ বা আত্মীয়। যেমন হোমসের ওয়াটসন, ফেলুদার তোপসে, কাকাবাবুর সন্তু ইত্যাদি। দেখা যায়, ষাটের দশক থেকে আশির দশকের মধ্যে যে সকল বাংলা মাধ্যমে পড়া শিশু, কিশোরেরা ছিল, তারা যতটা না ফেমাস ফাইভ সিরিজ বা ন্যান্সি ড্রু-র রহস্য অভিযানের সঙ্গে পরিচিত ছিল, তার থেকে অনেক বেশি একাত্ম ছিল পাণ্ডব গোয়েন্দার সঙ্গে, গোগোলের সঙ্গে। তবে শুধু কিশোর নয়, কিশোরীরাও ছিল—যেমন গোয়েন্দা গণ্ডালু। এরা কখনো একসাথে অভিযান চালিয়েছে, আবার কখনো বা এককভাবে। পাণ্ডব গোয়েন্দা, গোয়েন্দা গণ্ডালু এবং গোগোল—এদের গোয়েন্দাগিরি, রহস্য অনুসন্ধানের প্রচেষ্টা এবং সবশেষে রহস্যের সমাধান—এক তুলনামূলক প্রেক্ষিতে পর্যবেক্ষণ করাই হল এই আলোচনার মুখ্য বিষয়।

সাধারণভাবে, গোয়েন্দা কাহিনি হল অপরাধ কাহিনি ও রহস্য কাহিনির একটি উপবর্গ যেটাতে একজন শৌখিন বা পেশাদার গোয়েন্দা কোনো অপরাধ বা খুনের তদন্ত করেন। এর কাহিনি সাধারণত রহস্যপূর্ণ হয় এবং প্রায়শই হয় দুঃসাহসিক ও রোমাঞ্চকর।[১] এই সকল গোয়েন্দা কাহিনির সাধারণভাবে শ্রেণিবিভাগ আছে কয়েকটি। যার মধ্যে প্রধানগুলি হল (১) The whodunit অর্থাৎ কে করেছে, (২) The Locked room

mysteries অর্থাৎ বন্ধ ঘরের রহস্য, (৩) The historical whodunit (crime fiction)। বেশির ভাগ গোয়েন্দা কাহিনিই 'Whodunit' এর উপর নির্ভর করে নির্মিত। এই সকল গোয়েন্দা কাহিনিগুলির মধ্যেই একটি দিক হল গোয়েন্দাসিরিজ। এই সকল সিরিজে গোয়েন্দারা সাধারণের মতোই ঘোরাফেরা করে, কিন্তু তাদের পর্যবেক্ষণ শক্তি, উপস্থিত বুদ্ধি সকলের থেকে তাদের আলাদা করে দেয়। এই সকল সিরিজে গোয়েন্দারা সবসময় নতুন নতুন জায়গায়, নতুন নতুন ঘটনার মাধ্যমে চমক সৃষ্টি করে পাঠকের কাছে। সেখানে চরিত্র বিশ্লেষণ প্রাধান্য পায়।

বাংলা সাহিত্যে 'গোয়েন্দা' চরিত্র বা 'ডিটেকটিভ' বলতে সেইসকল কল্পচরিত্রকে বোঝায়, যারা রহস্য উপন্যাসে কেন্দ্রীয় চরিত্ররূপে রহস্য উন্মোচন করে থাকে। অনেক সময়ই এরা শৌখিন গোয়েন্দা হয়ে থাকে। এবার আলোনায় প্রথমে আসা যাক 'পাণ্ডব গোয়েন্দা' প্রসঙ্গে। লেখক ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়ের অমর সৃষ্টি এই 'পাণ্ডব গোয়েন্দা'। পাঁচজন কিশোর-কিশোরী—বাবলু, বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু এবং বিচ্চুকে নিয়ে গঠিত এই পাণ্ডবগোয়েন্দার দল। এদের সঙ্গী হচ্ছে একটি কুকুর, নাম তার পঞ্চু। Enid Blyton এর লেখা 'The Famous Five' দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই লেখক সৃষ্টি করেছিলেন এই কাল্পনিক গোয়েন্দার দলকে। এরা সবাই কিশোর-কিশোরী। Enid Blyton এর 'Famous Five series' এর গল্পগুলো লেখা শুরু হয়েছিল ১৯৪২ সাল থেকে। একুশটা অভিযানের কাহিনি আছে। প্রথম গল্প 'Five on a Treasure Island', প্রধান চরিত্ররা হল Georgia/George, Dick, Timmy, Julian ও Anne, George এর সঙ্গী হল কুকুর Timmy, উল্লেখযোগ্য নভেলগুলি হল Five Run Away Together, Five Go Off in a Caravan ইত্যাদি। প্রত্যেকটা বইতেই বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে ছুটি কাটাবার কথা আছে এবং সেখানে ছুটি কাটাতে গিয়েই তাদের নানা অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হচ্ছে এবং অবশেষে রহস্যের সমাধান ঘটছে। লেখক ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায় যখন *শুকতারা* পত্রিকায় লেখার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তখন দেব সাহিত্য কুটীরের অন্যতম কাণ্ডারী ক্ষীরোদচন্দ্র মজুমদার একদিন এ নিড ব্লাইটনের কয়েকটা বই তাঁকে দেখিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন লেখকের পোষ্য পঞ্চুকে দিয়ে একটা টিমওয়ার্ক তৈরি করে শুরু করতে গোয়েন্দাগিরির কাহিনি। লেখকের 'প্রসঙ্গ: পাণ্ডব গোয়েন্দা' শীর্ষক নিবন্ধ থেকে জানা যায়,

> বাড়িতে গিয়ে লেখা হল পাণ্ডব গোয়েন্দার গল্প। লেখা শেষ হলে নাম দেওয়া হল 'পঞ্চপাণ্ডবের অভিযান।' গল্পের হিরো পঞ্চু। আমি হলাম বাবলু। বিলু ভোম্বল বাচ্চু বিচ্চুরাও স্থান পেল। কিন্তু পঞ্চপাণ্ডবের অভিযান নামে যদি কেউ পৌরাণিক কাহিনি ভাবে, তাই নাম দেওয়া হল 'পাণ্ডব গোয়েন্দা'।

লেখকের ভারত ভ্রমণের অভিজ্ঞতা এদের কাহিনি নির্মাণে প্রেক্ষাপট হিসাবে সাহায্য

করেছিল। ১৯৭০ সালে মাসিক *শুকতারা* পত্রিকায় পাণ্ডব গোয়েন্দার কাহিনি প্রথম প্রকাশিত হয়। সেখানেই ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে পাণ্ডব গোয়েন্দার অভিযান বর্ণনা। এরপর সম্পাদকীয় দপ্তর বদল হওয়ার কারণে *আনন্দমেলা* পূজা সংখ্যাতেও প্রকাশিত হয়েছিল পাণ্ডব গোয়েন্দার অভিযান বর্ণনা। পাণ্ডব গোয়েন্দার সমগ্র অভিযান হল একচল্লিশটি। ১৯৮১ সালে পাণ্ডব গোয়েন্দা গ্রন্থাকারে প্রকাশ পায়।

পাণ্ডব গোয়েন্দার গল্পগুলি শিশু কিশোরদের কাছে বিশেষ জনপ্রিয়। এরা কখনো নিজেরা কৌতূহলবশে ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে, আবার কখনো কাউকে সাহায্যের জন্য নিজেরাই বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এরা সকলেই হাওড়ার বাসিন্দা। লেখক নিজেও দীর্ঘসময় হাওড়ায় কাটিয়েছেন। তাই সেই সময়কার হাওড়ার পরিবেশ, মানুষজন নানাভাবে গল্পের মধ্যে এসেছে। লেখক পাণ্ডব গোয়েন্দার প্রথম অভিযানের শুরুতেই চরিত্রগুলির বর্ণনা দিয়েছেন এইভাবে—

> বাবলু, বিলু, ভোম্বল তিনটি ছেলে, বাচ্চু-বিচ্ছু দুটি মেয়ে, এই নিয়ে ওরা পাঁচজন। আর ওদের সঙ্গে আছে কালো একটি দেশি কুকুর, নাম পঞ্চু। কুকুরটির এক চোখ কানা বলে ওকে ওরা কানা-পঞ্চু বলে। আর লোকে ওদের বলে পঞ্চপাণ্ডব। এই পাঁচটি ছেলেমেয়ে এবং ওই কালো কুকুরটি একজোটে সর্বত্র ঘুরে বেড়ায়। এই ক'জনে কেউ কাউকে ছাড়া থাকে না। যেমনই দস্যি, যেমনই ডানপিটে আর তেমনই লেখাপড়ায়।

অর্থাৎ ওরা সাহসী, বুদ্ধিমান ও লেখাপড়াতেও সমান দক্ষ। বাবলুই এদের মধ্যে বয়সে বড়ো সদস্য এবং মূল নায়কও বটে। সে পিস্তল চালাতে পারে এবং তার কাছে লাইসেন্স করা পিস্তলও থাকে। সে ঠাণ্ডা মাথায় সবসময় রহস্যের সমাধান করে। অনেক সময় সত্যানুসন্ধানে অজানা বিপদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তেও সে পিছপা হয় না। পঞ্চু থাকে বাবলুর কাছে। সে অত্যন্ত বুদ্ধিমান দেশি কুকুর। অনেক সময়ই পঞ্চুই হিরো হয়ে ওঠে পাণ্ডব গোয়েন্দাদের অভিযানে। পাণ্ডব গোয়েন্দাদের নির্ভরযোগ্য সাথী। বিলু হল বাবলুর পর দ্বিতীয় প্রধান চরিত্র। বাবলুর অনুপস্থিতিতে অনেক সময় সেই তার দলকে পরিচালনা করে। ভোম্বল যদিও কিছুটা ভীতু, তবে অনেক অভিযানে সে ইনফর্মার-এর কাজ করে থাকে। সে ভালো সাঁতারু, তবে একই সাথে সে খাদ্যরসিক এবং আরামপ্রিয়। বাচ্চু এবং বিচ্ছু দুই বোন। এরা দুজনেই বুদ্ধিমতী ও নির্ভীক, যেমন চতুর্থ অভিযানে বাচ্চু ও বিচ্ছুর সাহসিকতার কারণেই স্মাগলার কাল্লু, ইব্রাহিমের সঙ্গে স্মাগলিংয়ের বড়ো কারবার ধরা পড়েছিল।

যে সময়কালে এই পাণ্ডব গোয়েন্দার অভিযানের গল্প, উপন্যাস লেখা হয়েছিল, তখন কিন্তু অস্থিরতার কাল। নকশাল আন্দোলন তখন পশ্চিমবঙ্গের বুকে তুলেছিল এক ঝড়। হাওড়া, কলকাতার কিছু অঞ্চল তখন ছিল নকশালদের ঘাঁটি সবসময়ই অশান্ত

পরিবেশ। ত্রয়োদশ অভিযানে হাওড়ার এই অস্থির সময়ের কথা পাওয়া যায় যখন দারোগাবাবু পাণ্ডব গোয়েন্দাদের ফোরশোর রোড সম্পর্কে বলেন—

> হাওড়া শহরের মধ্যে ওই জায়গাটা হচ্ছে সবচেয়ে কুখ্যাত এলাকা। ওখানে প্রায় প্রতিদিনই একটা না একটা ঝামেলা লেগেই আছে। খুন জখম ডাকাতি রাহাজানি কি না হয় ওখানে?

তাদের প্রাথমিক অভিযানগুলি ছিল হাওড়া ও তার আশপাশ অঞ্চলের। কিন্তু নবম অভিযান পর্বে পুরী থেকে প্রথম বাইরে যাওয়া শুরু হয়। ভারতের যে সকল উল্লেখযোগ্য জায়গায় তারা অভিযানে গেছে রহস্য সমাধানের জন্য সেগুলি হল ঘাটশিলা, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, চম্বল, হিমাচলপ্রদেশ ইত্যাদি। বাবা, মা ছাড়াই তারা কিন্তু একসাথে অভিযান করত। তাদের অভিযানগুলো থাকত সাধারণত স্মাগলিং, অন্তর্ধান রহস্য সমাধান, ব্যাঙ্ক ডাকাতি, নকল ওষুধের কারবার ফাঁস করা ডাকাতদের ধরা এই সংক্রান্ত। বিভিন্ন জায়গায় যাওয়ার সময় অনেকক্ষেত্রে সেই সেই অঞ্চলের স্থানীয় কিশোর-কিশোরীরাও সঙ্গী হিসেবে তাদের সঙ্গে সামিল হয়েছে অনুসন্ধানের জন্য। প্রাপ্তবয়স্ক পুলিশদের সাহায্য নিতে হয় এই গোয়েন্দাদের কাছে। গল্পের খলনায়করাও নানা পেশার সঙ্গে যুক্ত। পাণ্ডব গোয়েন্দাদের অভিভাবকরা তাদের এই দুঃসাহসিকতায় ভয় পেলেও নৈতিকতার দিক থেকে তাদের কাজকে সমর্থন করেন। এদের কাহিনির সঙ্গে সাদৃশ্য পাওয়া যায় একটি আমেরিকান অ্যানিমেটেড সিরিজের, যা শুরু হয়েছিল ১৯৬৯ সালে। যেটি হল 'Scooby-Doo'। পাণ্ডব গোয়েন্দার যেমন পঞ্চু অনেক সময়ই 'Hero', তেমনি 'Scooby-doo' নামে কথা বাদামী Great Dane কুকুরটিও সেই সিরিজে হিরোর ভূমিকা নেয়। এটিও চারজন ten-ager এর গল্প। Fred Jones, Daphne Blake, Valma Dinkley ও Norville 'Shaggy' Rogers এরা Scooby এর সাহায্যে বিভিন্ন অভিযান করে থাকে ও রহস্যের সমাধান করে থাকে।

বর্তমান প্রজন্মের কিশোর-কিশোরীরা যখন মানসিক চাপ না নিতে পেরে বিপর্যস্ত হচ্ছে ও লড়তে না পারার মানসিকতা থেকে আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছে, তখন তাদের কাছে দৃষ্টান্তস্বরূপ এই পাণ্ডব গোয়েন্দাদের দুঃসাহিকতার কাহিনি বড়ো প্রয়োজন।

বিশ শতকের চল্লিশের দশকে একজন মহিলা সাহিত্যিক বাংলা গোয়েন্দা গল্পে নিয়ে এসেছিলেন মহিলা গোয়েন্দাকে কেন্দ্র করে এক সিরিজ। তিনি হলেন প্রভাবতী দেবী সরস্বতী। তাঁর লেখা কৃষ্ণা সিরিজের গল্পগুলি দারুণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। যেমন কারাগারে কৃষ্ণা, মায়াবী কৃষ্ণা, কৃষ্ণার অভিযান, কৃষ্ণার পরিচয় ইত্যাদি। তবে এই কৃষ্ণা বয়সে যুবতী। এর পরবর্তীকালে ১৯৬১ সালে সত্যজিৎ রায়ের উদ্যোগে *সন্দেশ* পত্রিকা যখন পুনরায় প্রকাশিত হতে থাকে, তখন নলিনী দাশ ছোটোদের জন্য নিয়মিত সেখানে

লিখতে শুরু করেন। তিনি হলেন উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর নাতনি, পুণ্যলতা চক্রবর্তীর মেয়ে। ১৯৬৩ সাল থেকে তিনি *সন্দেশ* পত্রিকার নির্বাহী সম্পাদক ছিলেন অ্যাডভেঞ্চার— ছেলেদের পাশাপাশি মেয়েরাও যে সমানভাবে করতে পারে, এই ধারণা থেকেই সৃষ্টি হল তাঁর লেখা 'গোয়েন্দা গণ্ডালু'র, *সন্দেশে* প্রকাশিত গোয়েন্দা গণ্ডালুর অ্যাডভেঞ্চারগুলির সঙ্গে অতিরিক্ত লাভ ছিল সত্যজিৎ রায়ের অলঙ্করণ। পরবর্তীকালে এই অভিযানগুলি 'গোয়েন্দা গণ্ডালু সমগ্র' রূপে প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে নিউ স্ক্রিপ্ট থেকে।

কলকাতা থেকে দূরে পশ্চিমবঙ্গ-ঝাড়খণ্ডের সীমান্তের কাছাকাছি কাঞ্চনপুর নামে কল্পিত একটি অঞ্চলে গণ্ডালুদের স্কুল এবং হোস্টেল। নলিনী দাশের জীবনী থেকে জানা যায়, তাঁর পিতা অরুণনাথ চক্রবর্তী কর্মসূত্রের কারণে ছোটোবেলায় বিহারের হাজারিবাগ, আরা, ছাপড়া, ধানবাদ, এইরকম নানা জায়গায় থাকতে হয়েছিল তাঁকে। পরবর্তীকালে কলকাতায় এসে হোস্টেলে থেকে তিনি পড়াশুনো করেছেন। তাই শৈশবে দেখা বিহারের সেই রুক্ষ সুন্দর প্রকৃতি আর পরে হোস্টেল জীবনের নানান অভিজ্ঞতা, পরবর্তীকালে গোয়েন্দা-গণ্ডালু গল্পগুলি লেখার সময় তাঁকে প্রভাবিত করেছিল'।

কালু (কাকলি চক্রবর্তী), মালু (মালবিকা মজুমদার), বুলু (বুলবুলি সেন) এবং টুলু (টুলু বোস) অর্থাৎ লেখিকা নিজে—এই চারজন কাঞ্চনপুরে একটি বোর্ডিং স্কুলে একই ক্লাসে পড়ে। এরা প্রত্যেকে রুমমেট। এরা চারজন ভালো বন্ধু। পড়াশুনো ও খেলাধূলোর পাশাপাশি এদের শখ হল নানা জায়গায় বেড়ানো, অ্যাডভেঞ্চার ও নানা রহস্যের সমাধান করা। এদের প্রত্যেকের নামের শেষে 'লু' আছে। তাদের গোয়েন্দাগিরি দেখে বন্ধুরা তাদের নাম দিয়েছে 'গোয়েন্দা গণ্ডালু' অর্থাৎ একগণ্ডা 'লু'। ১৩৬৮ সালে *সন্দেশ* পত্রিকায় এদের প্রথম অভিযান প্রকাশিত হয়। এরপর ১৩৯১ পর্যন্ত মোট ২৯ টি কাহিনি গড়ে ওঠে তাদের রহস্য অভিযান ঘিরে।

এরা প্রত্যেকে সাহসী, বুদ্ধিমতী। তবে কালু হল দলের প্রধান। সে অসমসাহসী এবং তার বুদ্ধিও সবচেয়ে বেশি। মালু হল কল্পনাপ্রবণ, কবিতা লিখতে ভালোবাসে। গল্পের বই পড়ে বেশিরভাগই রহস্যের, বুলু খেলোয়াড় হলেও ভীতু প্রকৃতির। টুলু নিজেই এই গল্পের কথক। তার মুখ থেকেই তাদের রহস্য অভিযানের কাহিনি শোনা যায়। হোস্টেলের পাশে অব্যবহৃত বাড়িকে কেন্দ্র করেই তাদের অভিযানের সূচনা। তাদের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কাহিনি হল 'গণ্ডালু ও রানী রূপমতীর রহস্য', 'মাউন্ট আবুর রহস্য', 'গণ্ডালু ও হিড়িম্বাদেবীর রহস্য' ইত্যাদি। এরা যেখানেই বেড়াতে যায়, সেখানেই নানা রহস্যে জড়িয়ে পড়ে। এইভাবেই তারা ধরে ফেলে ছেলেধরা, ডাকাত, চোরাকারবারীদের এমনকি গুপ্তধনের সন্ধান পায়, ঐতিহাসিক স্থানেও রহস্য সমাধান করে থাকে। তাদের রহস্য অনুসন্ধানের আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক হল বিপদ বুঝলে তারা পরস্পর সাঙ্কেতিক ভাষার প্রয়োগ করে থাকে। অন্যের থেকে লুকিয়ে নিজেদের মধ্যে কথোপকথনের জন্য এমন এক বাক্য ব্যবহার করে যার প্রতিটি শব্দের প্রথম অক্ষরকে ধরলে বোঝা যায়

তাদের বক্তব্য। যেমন—'হিন্দোলাম হলে পিঙ্গলবর্ণের রাজপ্রসাদ, লুণ্ঠিত কোকনদ'—অর্থাৎ 'হিলিরা, লুকো'। (রাণী রূপমতীর রহস্য, পৃ. ৮৮) নলিনী দাশের এই গল্পগুলিতে 'চেজিং' করা বা 'পিছু ধাওয়া করার পরিমাণ বেশি। এটা প্রভাবতী দেবী সরস্বতীরও বৈশিষ্ট্য ছিল। তবে পরবর্তীকালে সুচিত্রা ভট্টাচার্যের গোয়েন্দা মিতিন মাসীর গল্পে বা গোয়েন্দা গার্গীর গল্পে (তপন বন্দ্যোপাধ্যায়) আগাথা ক্রিস্টির মিস্ মার্পেলের মতো ডিটেকশনের পরিমাণ বেশি।

'গণ্ডালু সমগ্র'র প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় নলিনী দাশের পুত্র অমিতা নন্দ দাশ জানিয়েছিলেন—

> ছোটোবেলায় আমার মা ও মাসী বৃটেনের কিছু ছোটোদের পত্রিকার গ্রাহক ছিলেন, সেই পত্রিকার গল্পে চোরা-কুঠুরি, গুপ্ত-সুড়ঙ্গ, সাংকেতিক ভাষা-সহ খুদে গোয়েন্দাদের গল্প থাকত—সেগুলির প্রভাব পড়েছে গণ্ডালুর গল্পে। ...ছোটোদের জন্য গল্প লেখার উদ্দেশ্যে আমার মাও দেখাদেখি এনিড ব্লাইটনের কয়েকটা 'ফাইভ', 'সেভেন' ইত্যাদি রহস্য উপন্যাস পড়ে ফেলেন।

এছাড়াও দেখা যায়, উনিশ শতকের শেষে লুইসা মে অ্যালকট চারবোনকে নিয়ে তাঁর কালজয়ী উপন্যাস 'লিটল উইমেন' (১৮৬৮) প্রকাশ করেন। (*ইংরেজি ডিটেকটিভ সাহিত্যে নারী*—শমিতা দাশগুপ্ত) ১৯৩৫ সালে কিশোরী ডিটেকটিভ ন্যান্সি ড্রুকে দিয়ে শুরু হয়েছিল ন্যান্সি ড্রু সিরিজ। এই সিরিজের প্রথম ৩০টি বইয়ের লেখক ছিলেন মিল্ড্রেড ওয়ার্ট বেনসন, পরে অনেক লেখক Carolyn Keene ছদ্মনামে এর অ্যাডভেঞ্চার লিখেছিলেন। এটি ছিল অত্যন্ত জনপ্রিয় সিরিজ। সম্ভবত গণ্ডালুর গল্পে এদের প্রভাবও থাকতে পারে। নলিনী দাশের মধ্যপ্রদেশ, দার্জিলিং,কার্শিয়াং, মাউন্ট আবু, গোয়া এইসকল বিভিন্ন জায়গায় এমনই গোয়েন্দা গণ্ডালুদের গল্পে বর্ণিত বিভিন্ন স্থানরূপে বর্ণিত। তবে পরিবার কিন্তু সকল কিশোর গোয়েন্দাদেরই প্রাণকেন্দ্র। বর্তমানে শারদীয়া *আনন্দমেলায়* প্রকাশিত সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়ের গোয়েন্দা দীপঙ্কর বাগচির সহকারিনীরূপে বন্ধুস্থানীয় রজতদার মেয়ে ঝিনুকের মধ্যে বা মিতিনমাসির সহকারিনীরূপে টুপুরের মধ্যে কিশোরী গোয়েন্দার গুণাবলী চোখে পড়ে।

এবার আসা যাক বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যের সর্বকনিষ্ঠ গোয়েন্দা গোগোলের কথায়। পাণ্ডব গোয়েন্দা, শার্লক হেবোর পাশে যে নিজের জন্য স্বতন্ত্র স্থান গড়ে নিয়েছে। তার ভালো নাম গোগোল চ্যাটার্জী। এই গোগোল চরিত্রের স্রষ্টা সাহিত্যিক সমরেশ বসু। তিনি (ছদ্মনাম কালকূট) অমৃতকুম্ভের সন্ধানে লেখার সময় এই নামটি পান। কুম্ভমেলায় এলাহাবাদে ড: অরুণ কুমার মিত্রের বাড়িতে অতিথি হয়েছিলেন, তাঁর ছেলের নাম ছিল গোগোল। গল্পের গোগোলের বাবা সমীরেশ চ্যাটার্জী ছিলেন রাশিয়ান সাহিত্যক নিকোলাই গোগোলের ভক্ত। তাই ছেলের নাম রাখেন গোগোল।

গোগোল হল এক কল্পনাপ্রবণ, শান্ত, বুদ্ধিমান বালক, যে কলকাতায় সম্ভ্রান্ত এলাকায় পাঁচতলার ফ্ল্যাটে থাকে। তার কোনো ভাইবোন নেই। বাড়িতে সে একাই থাকে। বাইরে তার কিছু বন্ধু থাকলেও একা একা থাকতেই সে ভালোবাসে। সব ব্যাপারেই তার অসীম কৌতুহল। আর এই কৌতুহলই অনেক সময় তার জীবনে বিপদ ডেকে আনে। তবে ভয় না পেয়ে সে কৌতুহলের নিরসন করে, রহস্যের সমাধান করে। বাড়িতে মা সুনীতি দেবী ও বাড়ির পরিচারক বঙ্কিমদার কড়া শাসনের মধ্যেও গোগোল তার গোয়েন্দাগিরি কিন্তু চালিয়ে যায়। প্রবল জানার কৌতুহলে যেমন সে বাড়িতে বসেই রহস্যে জড়িয়ে পড়ে (আয়না নিয়ে খেলতে খেলতে, টেলিফোনে আড়িপাতার বিপদ, পশ্চিমের ব্যালকনি থেকে ইত্যাদি গল্পে) আবার অনেকসময় বাবা-মার সঙ্গে বেড়াতে গিয়েও রহস্যের মুখোমুখি হয় (যেমন —ইঁদুরের খুটখুট, সোনালী পাড়ের রহস্য, রাজধানী এক্সপ্রেসের হত্যা রহস্য ইত্যাদি গল্পে, উপন্যাসে)। এর ফলে খুনে, অপরাধীদের মুখোমুখিও পড়তে হয়েছে তাকে, কিডন্যাপও করা হয়েছে কিন্তু ঠিক সে বুদ্ধি করে বের হয়ে আসে। তবে রহস্য সমাধানের কাজে তাকে প্রায়ই সাহায্য করে নৈহাটির বিখ্যাত গোয়েন্দা অশোক ঠাকুর। গোগোলের উল্লেখযোগ্য গল্পগুলি হল 'ইঁদুরের খুটখুট', 'পশ্চিমের ব্যালকনি থেকে', 'মহিষমর্দিনী উদ্ধার' ইত্যাদি। উপন্যাসগুলি হল 'গোগোল কোথায়', 'বন্ধ ঘরের আওয়াজ', 'রাজধানী এক্সপ্রেসের হত্যারহস্য' ইত্যাদি। গোগোলের গল্পগুলি আশির দশকে *আনন্দমেলায়* নিয়মিত প্রকাশিত হল।

গোয়েন্দা গোগোল সিরিজের প্রথম গল্প 'ইঁদুরর খুটখুট' যখন প্রকাশিত হয়, তখন গোগোলের বয়স মাত্র ছয় বছর। এই গল্পের শুরুতেই লেখক গোগোল চরিত্রের আবির্ভাব নিয়ে তাঁর ব্যক্তিগত মতামত ও তার বয়সজনিত বুদ্ধিমত্তা বিকাশের জন্য বিজ্ঞানসম্মত তথ্য দিয়েছিলেন, যাতে গোগোলের কাণ্ডকারখানা নিয়ে পাঠকমনে কোনো দ্বিধা না থাকে। তিনি বলেছিলেন—

> অনেককাল ধরে বড়োদের গল্প শুনিয়ে শুনিয়ে, আমি নিজেও যেন কেমন হাঁপিয়ে পড়েছি। অথচ যাদের সঙ্গে গল্প করতে পেলে আমার মন খুশিতে ভরে ওঠে, তাদের একটি গল্প নিজে থেকে শোনাতে পারি না। ... এসব কথা বলতে হলো, কারণ, আজ ঠিক করেছি, তোমাদের আমি একটি গল্প শোনাবো। সম্প্রতি আমি একটি বিশিষ্ট বিজ্ঞানীর লেখা পড়েছিলাম। তিনি একটা অদ্ভুত কথা শুনিয়েছেন। তিনি মানুষের মন নিয়ে অনেক গবেষণা করে, আবিষ্কার করেছেন, মাত্র ছ'বছর বয়সের মধ্যে, শিশুদের মনে যে সব ভাবনা-চিন্তা, কল্পনা এবং জ্ঞান বুদ্ধির প্রসার ঘটে, পরবর্তীকালে অর্থাৎ ভবিষ্যতে মানুষ যত বুড়ো হয়, সেই ছ'বছরের ভাবনাচিন্তা কল্পনা জ্ঞান বুদ্ধিই নানা রূপে, নানা ভাবে বিকাশলাভ করে।

এইভাবে পাঠকের সঙ্গে পরিচয় করালেন ছ বছরের খুদে গোয়েন্দা গোগোলের। এই গল্পেই গোগোলের উপস্থিত বুদ্ধি, সাহস, কৌতূহল, সারল্য, সত্যবাদিতা, মা-বাবার প্রতি ভালোবাসা, প্লাস্টার নিয়ে নানা মূর্তি গড়া ইত্যাদি নানা গুণাবলির কথা লেখক তুলে ধরেলেন। তার বোঝার ক্ষমতা, অনুসন্ধিৎসাই প্রথম গল্পে সুদূর কাশ্মীরে পহেলগাঁওতে ব্যাঙ্ক ডাকাতির সমাধান করতে সাহায্য করেছিল। গোগোল একা একাই রহস্যের অনুসন্ধান করে। এই খুদে গোয়েন্দার কীর্তিকলাপ সবই ৬-১১ বছর বয়সের মধ্যে। এমন শিশুর মাধ্যমে যেভাবে একের পর এক রহস্য উন্মোচন ঘটিয়েছেন লেখক, পরবর্তীকালে গোগোলের জায়গা কেউ নিতে পারেনি।

পাণ্ডব গোয়েন্দা, গোয়েন্দা গণ্ডালু ও গোগোলের কীর্তিকলাপ ও তাদের রহস্য অনুসন্ধানের পদ্ধতির পর্যালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে যে কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য উঠে এল, সেগুলি হল—

(১) প্রত্যেকেই তাদের সখ গোয়েন্দাগিরিকে প্রাধান্য দিলেও সমানভাবে তারা পরিবারের প্রতি, বাবা-মা-এর প্রতি দায়বদ্ধ। তাই তাদের অনেক অভিযানে দেখা যায় নিরুদ্দিষ্ট মানুষকে পরিবারের সঙ্গে মিলিয়ে আনন্দলাভ করে।

(২) পাণ্ডব গোয়েন্দারা যেমন পড়াশোনাতে ভাল, ঠিক একইভাবে গণ্ডালুরা বা গোগোলও কিন্তু স্কুলে ভালো রেজাল্ট করে। অর্থাৎ প্রত্যেকেই তাদের গোয়েন্দাগিরি ও পড়াশুনো উভয়ের মধ্যেই ভারসাম্য রাখে। এছাড়া প্রত্যেকেরই কিছু extra-curricular activities আছে।

(৩) ভ্রমণ এই সকল গল্প, উপন্যাসের অন্যতম প্রধান অঙ্গ। তবে দেখা গেছে লেখকেরা যে সকল জায়গায় ভ্রমণ করেছেন, সে সকল জায়গাই গল্পে বলা হয়েছে। তবে পাণ্ডব গোয়েন্দার অভিযানে বা গণ্ডালুর কাহিনিতে লেখকেরা বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থানের বা পর্যটন স্থানের বর্ণনা নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখিয়েছেন, চিনিয়েছেন, কিন্তু গোগোলের গল্পে লেখক গোগোলের দৃষ্টিতে সেই সেই জায়গার বর্ণনা দিয়েছেন। প্রত্যেক গোয়েন্দা গল্পের একটা common জায়গা হল পুরী। বিভিন্ন লেখক, বিভিন্নভাবে সেই স্থানে রহস্য অনুসন্ধান করিয়েছেন।

(৪) সকল গল্পের সময়কাল প্রধানত '৬০-'৮০-র দশকের মধ্যে। সেই সময়ের যে সকল জাতীয়, আন্তর্জাতিক সমস্যা ছিল যেমন মূর্তি পাচার, চোরা কারবারি, অলঙ্কার, চুরি, ব্যাঙ্ক ডাকাতি, জাল ওষুধের কারবার, বাচ্চা চালান দেওয়া, চোরা শিকারি ইত্যাদি বিষয়গুলি প্রধান হয়ে উঠেছে গল্পগুলিতে। তখন তো মিডিয়ার দাপট ছিল না, তাই নীতিবোধ জাগাবার উদ্দেশ্যে, বাস্তব সমস্যা সম্বন্ধে সচেতন করার উদ্দেশ্যেই এইভাবে কিশোর, কিশোরীদের গোয়েন্দাগিরির মাধ্যমে ভালো-মন্দ বিচার করার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।

(৫) সমাজে যৌথ পরিবার ভেঙে ক্রমশ যে nuclear family তৈরি হচ্ছে, তার প্রমাণ গোগোল ও তার পরিবার, বাবলুদের সময় ছিল পাড়া কালচার, গণ্ডালুরা হোস্টেলে বড়ো হয়েছে কিন্তু একসাথে থাকার মানসিকতা আছে, কিন্তু গোগোল থাকে অভিজাত এলাকার ফ্ল্যাটে। যেখানে সবাই একা, নিঃসঙ্গ। এই পরিবর্তন চোখে পড়ে তিন শ্রেণির গল্প বিশ্লেষণে।

বর্তমানের শিশু-কিশোরদের কাছে ইন্টারনেটের দৌলতে অদেখা, অজানা দুনিয়া বলে আর কিছু নেই। ছোট থেকেই তারা সব জেনে যাচ্ছে, তাই কৌতুহলটাও যেন কোথাও মিলিয়ে গেছে। জানে, টাচস্ক্রিনে টাচ করলেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। কিন্তু মনের রসদ কি এইভাবে মেটানো যায়? একসাথে ঘুরে, বা বাইনোকুলার দিয়ে হঠাৎ কিছু দেখে রহস্য সন্ধানের মধ্যে যে মনের আনন্দ, তা কীভাবে মিটবে? তাই তো প্রয়োজন পাণ্ডব গোয়েন্দা, গোয়েন্দা গণ্ডালু, গোগোলের মত কিশোর গোয়েন্দাদের কাহিনিকে নতুনভাবে পর্যবেক্ষণ করা, যাতে তাদের কাহিনির মধ্য দিয়ে পাওয়া যায় এক আনন্দের নির্যাস, প্রাপ্তবয়স্করাও ফিরে যেতে পারে তাদের হারিয়ে যাওয়া সেই শৈশব-কৈশোরের দিনগুলিতে।

তথ্যসূত্র :

১। *গোয়েন্দা কাহিনি*—উইকিপিডিয়া।

২। *Crime Fiction*—Wikipedea.

৩। ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়—প্রসঙ্গ: পাণ্ডব গোয়েন্দা, *কোরক* বাংলার গোয়েন্দা সাহিত্য সংখ্যা, প্রাক্ শারদ ১৪২০, সম্পাদক—তাপস ভৌমিক।

৪। *পাণ্ডব গোয়েন্দা সমগ্র* ১ম খণ্ড ও ২য় খণ্ড, ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৮।

৫। *গোয়েন্দা গণ্ডালু সমগ্র* ১ম খণ্ড ও ২য় খণ্ড, নলিনী দাশ, নিউ স্ক্রিপ্ট, ২০১২, ২০১৩।

৬। *ইংরেজি ডিটেকটিভ সাহিত্যে নারী*-শমিতা দাশগুপ্ত www.abasar.net.

৭। *গোগোল অমনিবাস*, সমরেশ বসু, নাথ ব্রাদার্স, ১৪০৬।

৮। বাংলার সবচেয়ে খুদে গোয়েন্দা সমরেশ বসুর 'গোগোল', অত্রি ভট্টাচার্য, *কোরক*, বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্য সংখ্যা, প্রাক্ শারদ ১৪২০, সম্পাদক—তাপস ভৌমিক।

৯। গোয়েন্দাগিরি সাতকাহন, নির্মাল্যকুমার ঘোষ, *কোরক*, বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্য সংখ্যা, প্রাক্ শারদ ১৪২০, সম্পাদক, তাপস ভৌমিক।

ড. *সোমদত্তা ঘোষ (কর,* : কলকাতায় প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ মহাবিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সহযোগী অধ্যাপিকা।